سیاہ فام غلام کا بنگلہ ترجمہ

কালো গোলাম

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী

দামাত বারাকাতুহুমুল আলীয়া

Madani Channel

দেখতে থাকুন মাদানী চ্যানেল

প্রকাশনায় ঃ মাকতাবাতুল মাদীনা

দা'ওয়াতে ইসলামী

কালো গোলাম

এই বইটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর অনুবাদ মজলিশ এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশ উপকৃত হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মাদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। ফোন নং-০১৯২০-০৭৮৫১৭

ফয়যানে মাদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল নং-০১৭১২-৬৭১৪৪৬

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল নং-০১৮১৩-৬৭১৫৭২

E-mail :

bdtarajim@gmail.com
maktaba@dawateislami.net
web : www.dawateislami.net

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

কিতাব পাঠ করার দুআ

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ বর্ণনা করেন ঃ

যে ব্যক্তি ধর্মীয় কিতাবাদি পাঠ করার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দুআটি পড়ে নেয়, তবে যা কিছু পাঠ করা হবে, তা স্মরণে থাকবে। اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ

দুআটি নিম্নরূপ

اَللّٰھُمَّ افۡتَحۡ عَلَیۡنَا حِکۡمَتَکَ وَانۡشُرۡ

عَلَیۡنَا رَحۡمَتَکَ یَا ذَاالۡجَلَالِ وَالۡاِکۡرَام

অনুবাদ ঃ- হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আপনার জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দিন এবং আমাদের উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করুন। হে চির মহান! হে চির মহিমান্বিত।

(আল মুস্তাতারাফ, খন্ড-১ম, পৃ-৪০, দারুল ফিকির, বৈরুত)

নোট ঃ- দুআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করুন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব। (কানযুল উম্মাল)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

কালো গোলাম

বার মুজিযা

শয়তান লাখো অলসতা দিবে, তারপরও আপনি এ রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিন। اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ এতে আপনার মন আনন্দে ভরে উঠবে।

দুরূদ শরীফের ফযীলত

তাজেদারে মাদীনা, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আমাকে বললেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, হে মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি কি এতে সন্তুষ্ট নন যে, আপনার উম্মত আপনার উপর একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, আর এর বিনিময়ে আমি তার প্রতি দশটি রহমত নাযিল করব এবং আপনার উম্মত আপনার প্রতি একবার সালাম প্রেরণ করবে, এর বিনিময়ে আমি তার প্রতি দশবার সালাম প্রেরণ করব। (মিশকাতুল মাসাবিহ, খন্ড-১ম, পৃ-১৮৯, হাদীস নং-৯২৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

এ বয়ানটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কুরআন সুন্নাত প্রচারে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর ১৪৩০ হিজরীতে অনুষ্ঠিত মিলাদের ইজতিমাতে প্রদান করেন। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সহকারে বয়ানটি লিখিত আকারে প্রকাশ করা হলো। (মজলিশে মাকতাবাতুল মাদীনা)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি। (তারগীব তারহীব)

প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, আল্লাহর সালাম প্রেরণের অর্থ হচ্ছে, হয়ত ফিরিশতার মাধ্যমে তার প্রতি সালাম প্রেরণ করা, অথবা বালা মুসিবত থেকে তাকে নিরাপদ রাখা।

(মিরাতুল মানাযিহ, খন্ড-২য়, পৃ-১০২, জিয়াউল কুরআন)

"মোস্তফা জানে রহমত পে লাখো সালাম
শাম্‌য়ে বজমে হিদায়ত পে লাখো সালাম।"

(১) কালো গোলাম

আরব মরুভূমি দিয়ে এক কাফিলা গন্তব্যে ফিরে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে তাদের পানি শেষ হয়ে গেল। কাফিলার লোকেরা তীব্র পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল। মৃত্যু তাদের মাথার উপর ঘুরপাক খাচ্ছিল। হঠাৎ তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার দয়া হয়ে গেল।

"নাগ্‌ হানি আঁ মুগিছে হার দো কওন,
মোস্তফা পয়দা শুদা আজ বাহরে আওন।"

অর্থাৎ উভয় জাহানের রহমতের কান্ডারি, প্রিয় নবী মুহাম্মদ মোস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের সাহায্যার্থে তাদের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। নবী করিম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখে কাফিলা ওয়ালাদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হল। আল্লাহর মাহবুব, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের ইরশাদ করলেন, ওই সামনের পাহাড়ের পিছনে এক কাল কুৎসিত হাবশী গোলাম তার সাওয়ারী উট নিয়ে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা। (আবু ইয়ালা)

যাচ্ছে। তার নিকট পানির একটি মশকও আছে। যাও, তাকে তার সাওয়ারী সহ আমার নিকট নিয়ে আস। কিছু লোক পাহাড়ের পিছনে গিয়ে দেখল, সত্যিই একজন উষ্ঠারোহী হাবশী গোলাম তার সাওয়ারী নিয়ে চলে যাচ্ছে। লোকেরা তাকে মাদীনার তাজেদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে নিয়ে এল। প্রিয় নবী, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার নিকট থেকে পানির মশকটি নিজ হাতে নিয়ে নিলেন এবং তাতে নিজের বরকতময় হাত বুলিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি মশকটির মুখ খুলে দিয়ে লোকদের ডেকে বললেন, আস, পিপাশার্তরা! তোমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করো। কাফিলাওয়ালারাও তৃপ্তি ভরে পানি পান করল এবং নিজেদের মশকগুলোও পানি পূর্ণ করে নিল। সে হাবশী গোলামটি হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এ জ্বলন্ত মুজিযা দেখে তাঁর নূরানী হাতে চুমু দিতে লাগল। মাদিনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর নূরানী হাতটি সে কুৎসিত গোলামের চেহারাতে বুলিয়ে দিলেন।

“শুদ শফাইদ আঁ যিংগি জাদা হাবশী
হামচু বদর অ রোজে রওশন শুদ্ শাবাস।”

অর্থাৎ রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী হাতের বরকতে সে হাবশীর কাল কুৎসিত চেহারাটি এমনি নূরানী হয়ে উঠল। যেমনি পূর্ণিমার চাঁদ অন্ধকার রাতকে দিনের মত আলোকিত করে দেয়। সে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে আল্লাহ তাআলা তার জন্য এক কীরাত সাওয়াব লিখে দেন আর কিরাত উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ। (আব্দুর রাজ্জাক)

হাবশী গোলামের মুখ দিয়ে কালেমা শাহাদাত ধ্বনিত হল। সে মুসলমান হয়ে গেল। তার অন্তরও আলোকিত হয়ে গেল। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর সে যখন তার মালিকের নিকট গেল। মালিক তাকে চিনতে পারছিল না। সে তাকে তার গোলাম হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাল। সে হাবশী গোলাম বলল, আমিই আপনার গোলাম। মালিক বলল, আমার গোলাম তো কাল কুৎসিত ছিল, আর তোমাকে তো দেখা যাচ্ছে, পূর্ণিমার চাঁদের মতো। সে বলল, ঠিক আছে, তবে আমি মাদানী আকা, প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ঈমান এনেছি। আমি এমন নূরানী সত্তার দাসত্ব বরণ করে নিয়েছি। যিনি আমাকে পূর্ণিমার চাঁদে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। যার সংস্পর্শে গেলে সব রং চলে যায়। তিনি তো কুফরী ও পাপের রংকেও বিদূরিত করতে পারেন। তাই তাঁর নূরানী হাতের বরকতে আমার চেহারার কাল রং চলে গেলে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। (মসনবি শরীফ মুতারজাম, পৃ-২৬২)

"যু গদা দেখো লিয়ে যাতা হে তোড়া নূর কা,
নূর কি সরকার হে, কিয়া উছ মে তোড়া নূর কা।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উভয় জাহানের সুলতান হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে আজমতে আমার জীবন উৎসর্গিত হোক। আল্লাহ! আল্লাহ! পাহাড়ের পিছনে গমনকারী ব্যক্তি সম্পর্কেও তিনি কিভাবে জানতে পারলেন। আবার তার গায়ের রঙ কালো, সে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব। (কানযুল উম্মাল)

উষ্টারোহী তার নিকট পানির মশকও আছে, তাও বা তিনি কিভাবে জানতে পারলেন। অতঃপর আল্লাহর দয়ায় এমন অলৌকিক ক্ষমতা দেখালেন, একটি ছোট্ট মশকের পানি দ্বারাই তিনি কাফিলার সকল মানুষকে পরিতৃপ্ত করলেন এবং মশকও পূর্ণ রইল। আর কাল কুৎসিত গোলামের চেহারাতে নূরানী হাত বুলিয়ে দিয়ে তার চেহারাকেও সুন্দর ও নূরানী করে দিলেন। এমন কি তার অন্তরও আলোকিত হয়ে গেল। যার ফলে সে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেল।

"নূর ওয়ালা আয়া হে, নূর লেকার আয়া হে,
সারে আলম মে য়ে দেখো কেইছা নূর ছায়া হে।"

(২) আলোকময় চেহারা

হযরত সায়্যিদুনা আসিদ বিন আবু উনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা মদীনার তাজেদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার বুক ও চেহারাতে তাঁর নূরানী হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। এর বরকতে আমি কোন অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করলে তা আলোকিত হয়ে যেত। (আল খাসায়িসুল কুবরা লিস সুয়ুতি, খন্ড-২য়, পৃ-১৪২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, তারিখে দামেস্ক, খন্ড-২০শ, পৃ-২১)

"চমক তুঝ ছে পাতে হে সব পানে ওয়ালে,
মেরা দিল ভি চমকা দেয় চমকানে ওয়ালে।"

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب ! صَلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন। (মুসলিম শরীফ)

(৩) আপাদ মস্তক নূরের ঝলক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কারো বুক ও চেহারাতে মাদিনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী হাতের পরশ লাগার কারণে যদি তা আলো বিকিরণ করতে পারে। তাহলে হুজুর আপাদমস্তক নূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেখানে খোদ নূরের আধার, যার আপাদমস্তক নূরে ভরপুর, তার নূর কিরূপ আলো বিকিরণ করতে পারে তা আপনারাই অনুমান করে নিন। দারমি শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا বলেন, যখন মাদিনার তাজেদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কথা বলতেন, তখন তার পবিত্র দাঁত মোবারকের ফাঁক দিয়ে নূর বের হতে দেখা যেত। (সুনানে দারেমি, খন্ড-১ম, পৃ-৪৪, নং-৫৮, দারুল কুতবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

“হায়বতে আরেজে ছে থররাতা হে শোলা নূর কা,
কফশে পা পার, গির কে বন যাতা হে গুফ্‌হা নূর কা।”

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمَّد

(৪) ঘর দোর আলোকিত হয়ে যেত

শিফা শরীফে উল্লেখ আছে, যখন প্রিয় নবী, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুচকি হাসতেন, তখন তাঁর নূরে সম্পূর্ণ ঘর আলোকিত

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ। (জামে সগীর)

হয়ে যেত। (আশশিফা, পৃ-৬১, মারকাযে আহলে সুন্নাত, বরকাতে রেজা, হিন্দ)

"আব মুচকুরাতে আইয়ে ছুয়ে গুনাহগার,
আকা আন্ধেরি কবর মে আত্তার আগায়া।"

(৫) হারানো সুই

উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়শা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি সেহেরির সময় ঘরে বসে কাপড় সেলাই করছিলাম। হঠাৎ সুইটি আমার হাত থেকে পড়ে গেল এবং বাতিটিও নিভে গেল। এমন সময় মাদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঘরে তাশরিফ আনলেন। তিনি ঘরে প্রবেশ করার সাথে সাথে সমস্ত ঘর তাঁর নূরানী চেহারার আলোতে আলোকিত হয়ে গেল এবং আমি আমার হারানো সুইটিও খুঁজে পেলাম। (আল কওলুল বদি, পৃ-৩০২, মুয়াস্‌সাসাতুর রাইয়ান, বৈরুত)

"ছু জানে গমশুদা মিলতি হে তাবাস্‌সুম ছে তেরে,
শাম কো ছুবহে বানাতা হে উজালা তেরা। (যওকে নাত)"

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰی علٰی محمّد

সুবহানাল্লাহ! হুজুর পুর নূর, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী শানের কী অপূর্ব মহিমা। প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন, রহমতে

আলম, নূরে মুজাস্‌সাম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মানুষও, আবার নূরও অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন একজন নূরানী মানব, তার জাহেরী দেহ মোবারক মানুষের, কিন্তু তাঁর আসল সত্তা হচ্ছে নূরের। (রিসালায়ে নূর মাআ রাসায়িলে নঈমীয়া, পৃ-৩৯-৪০, জিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর)

রাসূল ﷺ এর মানবীয় সত্তাকে অস্বীকার করা কেমন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে আমাদের মাদানী আকা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাকিকত হল নূর। তবে মনে রাখবেন, তার বশরিয়াত তথা মানবীয় সত্তাকে অস্বীকার করার কোন অনুমতি নেই। আমার আকা আলা হযরত, ইমাম আহমদ রেযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, তাজদারে মাদীনা, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বশরিয়াতকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা কুফরী। কিন্তু তাঁর বশরিয়াত সাধারণ মানুষের মত নয়, বরং তিনি হচ্ছেন সায়্যিদুল বশর, আফজালুল বশর, খায়রুল বশর। মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ- নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা নূর এসেছে এবং স্পষ্ট কিতাব। (পারা-০৬, সূরা-আল মায়েদাহ, আয়াত নং-১৫)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুরূদ শরীফ লিখে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে। (তাবারানী)

উল্লেখিত আয়াতে নূর দ্বারা প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই উদ্দেশ্য। সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন্ জরির তাবারি رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ (ইনতিকাল ৩১০ হিজরী) বলেন, يَعْنِىْ بِالنُّوْرِ مُحَمَّدًا অর্থাৎ নূর দ্বারা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই উদ্দেশ্য। (তাফসীরে তাবারী, খন্ড-৪র্থ, পৃ-৫০২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

বিখ্যাত হাফেজুল হাদীস ইমাম আবু বকর আবদুর রাজ্জাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর বিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ 'আল মুসান্নিফে, হযরত সায়্যিদুনা যাবির বিন আবদুল্লাহ আনসারি رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার জন্য আমার পিতামাতা উৎসর্গিত হোক। আমাকে বলুন যে, সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালা কী সৃষ্টি করেছেন? তিনি করলেন, হে জাবের! নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সমস্ত সৃষ্টির আগে নিজের নূর থেকে তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ, খন্ড-৩০, পৃ-৬৫৮, আল যুযয়ুল মফকুদ মিনাল যুযয়িল আউয়াল মিনাল মুসান্নিফ, লে আবদুর রাজ্জাক, পৃ-৬৩, নং-১৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমার পরামর্শ হচ্ছে, নূরের মাসআলা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য প্রখ্যাত মুফাসসির হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর রিসালায়ে নূর' পড়ুন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

"মারহাবা আয়া হে কিয়া মৌসুম সুহানা নূর কা,
বুলবুলি গাতি হে গুলশান মে তরানা নূর কা।
নূর কি বারিশ ছমাছম হুতি আতি হে আসির,
লও রেযাকে সাত্ বড় কর তুম ভি হিস্সা নূর কা।"

(৬) স্মৃতি শক্তি দান

হযরত সায়্যিদুনা আবু হোরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি আপনার নিকট থেকে পবিত্র বানী শুনি। কিন্তু তা ভুলে যাই। রাসূল صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, হে আবু হোরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ! তোমার চাদর বিছাও। আমি আমার চাদর বিছিয়ে দিলাম। তখন মালিকে জান্নাত কাসিমে নিয়ামত صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজ পবিত্র হাত থেকে চাদরে কিছু ঢেলে দিলেন এবং বললেন, হে আবু হোরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ! তা তুলে নাও এবং নিজ বুকের সাথে লাগিয়ে নাও, আমি রাসূল صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর হুকুম পালন করলাম, এর পর থেকে আমার স্মৃতিশক্তি এতই তীক্ষ্ণ হয়ে গেল যে, আমি আর কোন কিছুই ভুলিনি। (সহীহ বুখারী, খন্ড-১ম, ২য়, পৃ-৬২, ৯৪, হাদীস নং-১১৯, ২৩৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

"মালিকে কাওনাইন হে গো পাছ কুচ রাখতে নিহি,
দো জাহান কি নিয়ামতে হে উনকে খালি হাথ মে।"

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন। (তাবারানী)

সুন্নাতে ভরা বয়ান শুনতে থাকুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল, আল্লাহ তাআলা মাদিনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অসীম ক্ষমতা ও অলৌকিক শক্তি দান করেছেন। মৌলিক বস্তু দান করা, এটা আল্লাহ তায়ালা নিজের এখতিয়ারাধীন রেখে দিলেও কিন্তু তিনি আমাদের প্রিয় আকা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এমন অলৌকিক শক্তি দান করেছেন যার মাধ্যমে আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্মৃতি শক্তির মত অদৃশ্য সম্পদও নিজ গোলাম এবং আমাদের আকা হযরত সায়্যিদুনা আবু হোরায়রা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে দান করেছিলেন।

আপনাদের প্রতি আমার মাদানী আবেদন, এরূপ ঈমান তাজাকারী বয়ান শুনার জন্য রাসূল প্রেমে উজ্জীবিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সৌরভিত মাদানী মহলের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আপনি সেখানে রহমত ও সুন্নাতে ভরা বয়ানও শুনতে পাবেন এবং আশেকানে রাসূলদের সংস্পর্শে আপনার ঈমানও তাজা হবে। সুন্নাতে ভরা ইজতিমা সমূহতেও অংশগ্রহণ করতে থাকুন। মাদানী কাফিলা সমূহতেও সফর করুন। সম্ভব হলে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কমপক্ষে একটি রিসালাও পাঠ করুন এবং সুন্নাতে ভরা বয়ানের একটি অডিও বা ভিডিও ক্যাসেটও শুনুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এতে আপনার জীবন দ্বীন দুনিয়ার অফুরন্ত বরকতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

আমি গোমরাহির বেড়াজাল থেকে কিভাবে বেরিয়ে এলাম

আপনাদের মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্যাসেট শুনা সম্পর্কিত একটি মাদানী বাহার পেশ করছি। ভারত বাগদাদের একটি শহর মলাকা পুরের জনৈক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা। তিনি বলেন, আমি প্রায় পাঁচ বৎসর যাবৎ দেশের বাইরে ছিলাম। বদ্ আকিদা সম্পন্ন লোকদের খারাপ সংস্পর্শে আমার পূতপবিত্র রহমত পূর্ণ ইসলামী আকিদাতে ঘুনে ধরতে থাকে। ইত্যবসরে আমি ভারতে চলে আসি। সাথে করে বদ আকিদায় পরিপূর্ণ ৩০টি অডিও ভিডিও ক্যাসেটও নিয়ে আসি। খোদার মর্জি এরূপই ছিল, একজন সবুজ পাগড়িধারী ইসলামী ভাইয়ের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি অত্যন্ত স্নেহ মমতার সাথে আমার উপর ইনফিরাদী কৌশিশ করেন এবং অতি মহব্বতের সাথে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত একটি ভিসিডি ক্যাসেট তিনি আমাকে তোহফা স্বরূপ প্রদান করেন। ঘরে এসে আমি ভিসিডি টি চালু করে দিই। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ যতক্ষণ পর্যন্ত ভিসিডি টি চলছিল ততক্ষণ পর্যন্ত আমার অন্তর থেকে গোমরাহির কালো দাগ বিদুরিত হচ্ছিল। যখন ভিসিডিটি শেষ হল, আমার অন্তর অকস্মাৎ বলে উঠল, নিঃসন্দেহে এ ভিসিডিটি হক পন্থীদের। এ চেহারাগুলো মিথ্যুক ভন্ডদের চেহারা নয়। আমি প্রতিজ্ঞা করে নিলাম এ ভিসিডি ওয়ালাদের আকিদা জীবনেও ছাড়বো না। আমি আবেগ

তাড়িত হয়ে আমার সাথে নিয়ে আসা অশ্লীলতা ও গোমরাহিপূর্ণ ৩০টি অডিও ভিডিও ক্যাসেট সাথে সাথে ধ্বংস করে দিলাম। যাতে কোন মুসলমান তা শুনে বা দেখে গোমরাহ না হয়।

“ছোনা জঙ্গল রাত আন্ধেরি ছায়ি বদলি কালি হে,

ছোনে ওয়ালো জাগতে রহিয়ো, চোরো কি রাখওয়ালি হে।”

আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মাদীনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং তিনি মানুষদেরকে অদৃশ্য খবরাদিও বলতেন এ প্রসঙ্গে একটি ঈমান তাজাকারী বর্ণনা শুনন এবং আনন্দে মেতে উঠুন।

(৭) গায়েবী সংবাদ

হযরত সায়্যিদাতুনা উনাইসা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে আমার সম্মানিত পিতা বললেন, যখন আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি, তখন মাদিনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে দেখতে আসেন। তিনি আমাকে দেখে ইরশাদ করলেন, এ রোগে তোমার কোন ক্ষতি হবে না, কিন্তু তখন তোমার কী অবস্থা হবে, যখন আমার ইন্তেকালের পর তোমার দীর্ঘ জীবন পাড়ি দিয়ে তুমি অন্ধ হয়ে যাবে? রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র মুখে এ কথা শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সাওয়াব অর্জনের নিয়তে তখন আমি ধৈর্যধারণ করব। তিনি বললেন, যদি তুমি তা কর, তবে তুমি বিনা হিসাবে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুইশত বার দুরূদ শরীফ পড়ে, তার দুইশত বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। (কানযুল উম্মাল)

জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। সবশেষে হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরি পর্দা করার পর তাঁর দৃষ্টিশক্তি সত্যিই চলে গিয়েছিল। অতঃপর দীর্ঘকাল পর আল্লাহ তায়ালা তাঁর দৃষ্টিশক্তি পুনরায় ফিরিয়ে দেন এবং দৃষ্টিশক্তি নিয়েই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। (দলায়েলুল নবুওয়াত লিল বায়হাকী, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃ-৪৭৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

"আয় আরব কে চাঁদ, চমকা দে মেরি লওহে জবি,
হো জিয়াকো ফের মদিনেমে নজারা নুর কা।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! আল্লাহর মাহবুব, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজ মালিক আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিজ গোলামদের জীবনকালের খবর রাখতেন এবং তাদের জীবনে যা ঘটবে তাও তিনি জানতেন। মাদিনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তা পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। এখানে এর স্বপক্ষে শুধুমাত্র একটি আয়াত তুলে ধরা হল। মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের ৩০ পারার সূরা আত্ তাকবীরের ২৪ নং আয়াতে ইরশাদ করেন ;

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ- এবং এ নবী অদৃশ্য বিষয় বর্ণনা করার ব্যাপারে কৃপন নন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ। (জামে সগীর)

"ছরে আরশ পর হে তেরি গুজর, দিলে ফরশ পর হে তেরি নজর,
মালাকুত ও মুলক মে কুয়ি শাই নিহি উহ যু তুঝ পে আয়া নিহি।"

(হাদায়িখে বখশিশ)

বর্ণিত রেওয়ায়ত থেকে এটাও জানা গেল, যখন কোন মানুষের উপর বিপদ আসে। অথবা কোন মুসলমান অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন তার উচিত ধৈর্যধারণ করে সাওয়াবের হকদার হওয়া। হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যখন আমি আমার বান্দার দৃষ্টিশক্তি নিয়ে নেই, অতঃপর সে তাতে ধৈর্য ধারণ করে, তখন আমি তাকে তার চোখের বিনিময়ে জান্নাত দান করি। (সহীহ বুখারী, খন্ড-৪র্থ, পৃ-০৬, হাদীস নং-৫৬৫৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

"হে সবর তু খাজানায়ে ফেরদৌস ভাইয়ো,
শিকওয়া না আশেকোও কি জবানো পে আছকে।"

(৮) দানব আকৃতির উট

একদা মক্কা শরীফে এক বনিক এসেছিল। তার নিকট থেকে আবু জাহেল কিছু মাল কিনল। কিন্তু টাকা দিতে গড়িমসি শুরু করে দিল। অসহায় বনিক অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও যখন আবু জাহল থেকে টাকা আদায় করতে পারছিল না তখন পেরেশান হয়ে কুরাইশদের নিকট এসে সে বিনয় সহকারে বলল, আপনাদের মধ্যে কি এমন কেউ

আছেন, যিনি আমি গরিব অসহায় মুসাফিরের প্রতি দয়া করতে পারেন এবং আবু জাহেলের নিকট থেকে আমার প্রাপ্য টাকা আদায় করিয়ে দিতে পারেন? কুরাইশরা মসজিদের কোনায় বসা এক ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করে বলল, যাও, তুমি গিয়ে ওই ব্যক্তির নিকট তোমার অভিযোগ বলো, তিনি অবশ্যই তোমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন। কুরাইশরা তাকে সে ব্যক্তির নিকট পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল, তিনি যদি আবু জাহেলের নিকট যান, তাহলে নিশ্চিত সে তাঁকে তিরস্কার ও অপমান করে তাড়িয়ে দেবে। অতঃপর তারা তাতে আনন্দ বোধ করতে পারবে এবং তা তাদের হাসির খোরাক হবে। মুসাফির লোকটি তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। তিনি উঠলেন এবং আবু জাহেলের ঘরের দরজায় গিয়ে দরজাতে কড়াঘাত করলেন। আবু জাহল ভিতর থেকে জিজ্ঞাসা করল, কে? উত্তর দিলেন, আমি মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আবু জাহেল ঘর থেকে বের হল। রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখে তার চেহারা মলিন হয়ে গেল। সে জিজ্ঞাসা করল, কি উদ্দেশ্যে আসলেন? অসহায়দের সহায়, দয়া ও করুনার আধার, প্রিয় নবী মুহাম্মদ আরবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন, তুমি তার পাওনা কেন দিচ্ছনা? এখনি তার পাওনা দিয়ে দাও। আবু জাহেল বলল, এখনি দিয়ে দিচ্ছি। এ বলে সে সোজা ভিতরে চলে গেল এবং টাকা নিয়ে এসে মুসাফিরের হাতে সমর্পণ করে পুনরায় অন্দর মহলে চলে গেল। যারা এ ঘটনা

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুরূদ শরীফ লিখে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে। (তাবারানী)

নিজ চোখে দেখেছিল তারা পরবর্তীতে আবু জাহেলকে জিজ্ঞেস করল, আবু জাহেল! তুমি আজব কান্ড ঘটিয়েছ! বল দেখি এরূপ কেন করলে? আবু জাহেল বলল, কি বলব? যখন মুহাম্মদ আরবী صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর নাম নিলেন, তখন আমার মধ্যে আমি ছিলাম না। আমার মধ্যে এমন ভীতির সঞ্চার হল। আমি যখন বাইরে এলাম, তখন এক ভয়ানক দৃশ্য আমার চোখে ভেসে উঠল। আমি দেখলাম একটি দানব আকৃতির উট আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। এমন ভয়ানক উট আমি জীবনেও দেখিনি। তাই কোন কথা না বলে তাঁর কথা মাথা পেতে নেয়া ছাড়া আমার উপায় ছিল না, না হলে সে উট আমাকে পিষ্ট করে মারত। (আল্ খাসায়িসুল কুবরা, লিস সুয়ুতি, খন্ড-১ম, পৃ-২১২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

“ওয়াল্লাহ! উহ শুন লেগে ফরিয়াদ কো পৌঁছেগে,
এতনা ভি তু হো কুয়ি যু আহ করে দিল ছে।”

(হাদায়িকে বখশিশ)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ আমাদের দয়ালু নবী, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কতই দয়া ও করুনার সাগর ছিলেন! গরীব দুঃখী, মজলুম মানুষের প্রতি কতই সহানুভুতিশীল ছিলেন। আর্তমানবতার সেবায় তিনি ছিলেন সদা সর্বদা নিবেদিত প্রাণ। অত্যাচারিত নিপীড়িত, শোষিত নিষ্পেষিত মানুষের হক তিনি

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন। (তাবারানী)

উদ্ধার করে দিতেন। আল্লাহ তায়ালাও ছিলেন নিজের মাহবুব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অসীম দয়াবান ও করুনাময়। শত্রুর মোকাবেলায় তিনি তাঁর মাহবুবকে করে ছিলেন গায়েবি সাহায্য, দিয়েছিলেন অনেক গৌরবিত বিজয়, আবু জাহেল ছিল একজন অনাদী কাফির এবং সবসময়ের জন্য ঈমান থেকে বঞ্চিত। তাইতো সে এতবড় মহান মুজিযা স্বচক্ষে দেখার পরও বেঈমানই রয়ে গেল।

“কুয়ি আয়া পাকে চলা গিয়া কুয়ি ওমর ভর ভি না পা ছাকা
ইয়ে বড়ে করম কে হে ফয়সলে, ইয়ে বড়ে নসিব কি বাত হে।”

(৯) বাঘ এসে গেল

আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হাবীবের আরো একটি মহান মুজিযা এবং বদনসীব আবু জাহেলের বাতেনি অন্ধত্বের আরো একটি কাহিনী শুনুন। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মানুষদের দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার কারণে কুরাইশ কাফিরদের চির শত্রুতে পরিণত হয়ে পড়েন। তারা তাঁকে নানাভাবে কষ্ট দিতে থাকে এবং তাঁর প্রতি নির্মম অত্যাচার চালাতে থাকে। এমন কি তারা রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হত্যার ষড়যন্ত্র চালায়। একদা মাদীনার তাজেদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم “ওয়াদী হাজুন” এর দিকে তাশরীফ নিলেন। সুযোগ পেয়ে ‘নদর’ নামী এক কট্টর কাফির তাঁকে শহীদ করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে এল। যখনই সে আল্লাহর হাবিব, হযরত

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দুরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে। (তাবারানী)

মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকটে এল একেবারে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গেল। সে প্রাণ ভয়ে শহরের দিকে পালিয়ে গেল। আবু জাহল তার এ কান্ড দেখে তার নিকট এ কারণ জিজ্ঞাসা করল। সে বলল, আমি আজ হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে হত্যার উদ্দেশ্যে তার পিছু নিয়েছিলাম। কিন্তু যখন আমি তাঁর নিকট পৌঁছি তখন দেখি মুখ হাঁ করে দাঁত কামড়িয়ে কয়েকটি বাঘ আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তাই পালিয়ে আমি আমার জীবন বাঁচালাম। এতবড় মহান মুজিযার কথা শুনার পরও বদ নসীব নরাধম আবু জাহেল বলল, এটাও মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যাদু। আল্লাহর পানাহ!!! (আল খাসায়িসুল কুবরা লিস সুয়ুতি, খন্ড-১ম, পৃ-২১৫)

"উফ রয় মুনকির ইয়ে বড়হা জওশে তায়াস্‌সুবে আখির,
বিড় মে হাত ছে কমবখত কে ঈমান গিয়া।"

(হাদায়িখে বখশিশ)

(১০) নিজের সম্মানিত পিতামাতাকে জীবিত করলেন

পিতামাতার প্রতি সন্তান-সন্ততিদের থাকে অত্যন্ত ভালবাসা। প্রত্যেকের এটা সহজাত নিয়ম। তাই আমাদের প্রিয় নবীর ক্ষেত্রে এর বিপরীত ঘটবে কেন? তাঁর পিতামাতার প্রতি তাঁরও অত্যন্ত ভালবাসা ছিল। তাই তিনি নিজ সম্মানিত পিতামাতাকে স্বীয় উম্মতের অন্তর্ভূক্ত

করে নেয়ার জন্য মহান আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তাদের জীবিত করে আমাদের দেখালেন তাঁর এক অলৌকিক ক্ষমতা ও আজিমুশশান মুজিযা। সে মহান মুজিযাটি আপনি একটু শুনুন এবং আনন্দে মেতে উঠুন। ইমাম আবুল কাসেম আবদুর রহমান সুহাইলি (ইনতিকাল-৫৮১ হিজরী) 'আর রওজুল উনুফ, নামক কিতাবে বর্ণনা করেন, উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়শা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا বর্ণনা করেন, মাদিনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আমার সম্মানিত পিতামাতাকে জীবিত করে দিন। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় হাবিবের দোয়াকে কবুল করে রাসূল صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পিতামাতা উভয়কে জীবিত করে দিলেন। তাঁরা জীবিত হয়ে হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি ঈমান এনে আবার নিজ নিজ পবিত্র মাজারে তশরিফ নিয়ে গেলেন। (আর রওজুল উনুফ, খন্ড-১ম, পৃ-২৯৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

"এজাবত কা ছাহারা এনায়ত কা জুড়া
দুলহান বনকে নিকলি দোয়ায়ে মুহাম্মদ
এজাবত নে ঝুক কর গলে ছে লাগায়া
বড়হি নাজ ছে যব দোয়ায়ে মুহাম্মদ।"

صَلُّوا عَلَی الۡحَبِیۡب ! صَلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন। (মুসলিম শরীফ)

রাসূল ﷺ এর সম্মানিত পিতামাতা একত্ববাদী ছিলেন

আমাদের প্রিয় আকা, মক্কী মাদানী মোস্তফা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আব্বাজান যখন এ দুনিয়া ত্যাগ করেন, তখনো আমাদের প্রিয় নবী তাঁর আম্মাজান সায়্যিদাতুনা আমেনা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর গর্ভে ছিলেন। মক্কী-মাদানী সরকার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বয়স যখন ৫ বা ৬ বছরে উপনীত হয়, তখন তাঁর আম্মাজানও এ দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিয়ে যান। হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়াতের ঘোষণা দেন। এতে কারো মনে কখনো এ সন্দেহ যেন সৃষ্টি না হয়, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত পিতামাতাদ্বয় আল্লাহর পানাহ কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং তারা কবর আযাবে লিপ্ত ছিলেন, তাই মাদিনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁদের জীবিত করে কলেমা পড়িয়ে মুসলমান করেন, যাতে তাঁরা শাস্তি থেকে মুক্তি পায়। ঘটনা এরূপ নয়, বরং তারা উভয় এক আল্লাহর উপর বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাওহিদের উপর অটল ছিলেন। জীবনেও তারা কখনো মূর্তি পূজা করেননি। আল্লাহর মাহবুব, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তাঁদের নিজ উম্মতের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে নেয়ার জন্যই পুনরায় জীবিত করে কলেমা পাঠ করিয়েছিলেন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুইশত বার দুরূদ শরীফ পড়ে, তার দুইশত বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। (কানযুল উম্মাল)

"মুঝকো আব কলেমা পড়হা যা মেরে মাদানী আকা,
তেরা মুজরিম শাহা দুনিয়া ছে চলা যাতা হে।"

যে মাছের পেটে ইউনুস عَلَيۡهِ السَّلَام ছিলেন তাও জান্নাতে যাবে

হযরত সায়্যিদুনা ইসমাইল হক্কি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ তাফসীরে রুহুল বয়ানে বর্ণনা করেন, হযরত সায়্যিদুনা ইউনুস عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَيۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام তিনদিন বা সাত দিন কিংবা চল্লিশ দিন মাছের পেটের মধ্যে ছিলেন, তাই সে মাছও জান্নাতে যাবে। (রুহুল বয়ান, খন্ড-৫ম, পৃ-২২৬, ৫১৮, কোয়েটা)

রাসূল ﷺ এর পিতামাতা জান্নাতী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভেবে দেখুন! যে মাছের পেটে আল্লাহর নবী হযরত সায়্যিদুনা ইউনুস عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَيۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام মাত্র কয়েক দিন ছিলেন। সে মাছ যদি জান্নাতে যেতে পারে, তাহলে যে মা আমিনার গর্ভে হযরত সায়্যিদুনা ইউনুস عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَيۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর আকা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কয়েক মাস ছিলেন সে মা আমেনা আল্লাহর পানাহ কুফরির উপর দুনিয়া থেকে চির বিদায় নেবেন এবং কবর আযাবে লিপ্ত থাকবেন তা কিভাবে সম্ভব হতে পারে? নিঃসন্দেহে সুলতানে কওনাইন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত পিতামাতার পূত:পবিত্র জীবনের প্রতিটি মুহুর্তই একত্ববাদের উপর ছিল এবং তারা নিঃসন্দেহে জান্নাতী। বরং আমাদের প্রিয় আকা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সকল পূর্বপুরুষই ছিলেন একত্ববাদী। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ ৩০শ খন্ডের ২৬৭-৩০৫ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন।

"খোদানে কিয়া উনকো বে মিছাল পয়দা,
নিহি দো জাহান মে মিছালে মুহাম্মদ।
খোদা আওর নবী কা হে উছ পে ছায়া,
জিছে হার ঘড়ি হে খেয়ালে মুহাম্মদ।"

(১১) মৃত বকরী জীবিত হয়ে গেল

একদা হযরত সায়্যিদুনা যাবির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ মাদিনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তিনি মাদীনার তাজদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারাতে অনাহারের ভাব লক্ষ্য করলেন। তিনি আর দেরী না করে সোজা বাড়ি চলে এসে নিজ স্ত্রীকে বললেন, ঘরে খাবার কি আছে, তাড়াতাড়ি দাও। স্ত্রী বলল, ঘরে শুধুমাত্র একটি বকরী এবং সামান্য যব ছাড়া আর কিছুই নেই। বকরীটিকে যবাই করে রান্না করা হয়েছে, আর যবগুলো পিষে রুটি তৈরী করে তরকারির মধ্যে দিয়ে (ছরির) তৈরী করা হয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, আমি সুপের (ছরির) এর সে পাত্রটা নিয়ে এসে রাসূল صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র হাতে পেশ করলাম।

রহমতে আলম, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে আদেশ দিলেন, হে যাবির! গিয়ে লোকদের ডেকে আন। যখন সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان উপস্থিত হলেন তখন ইরশাদ করলেন,

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি। (তারগীব তারহীব)

কয়েকজন কয়েকজন করে আমার কাছে পাঠাও। সাহাবাগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এক একজন করে রাসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট এসে খাবার খেয়ে চলে যান। হযরত যাবির رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُ বলেন, যখন সকলের খাওয়া শেষ হল আমি দেখলাম পাত্রে প্রথমে যে পরিমাণ খাবার ছিল, খাওয়ার পরও তা সম্পূর্ণই এখনও রইল। সরকারে আলী ওকার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان গণকে হাঁড়গুলো বাইরে ফেলে না দেয়ার জন্য ইরশাদ করেছিলেন। সরকারে দো জাহান হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাঁড়গুলো একত্রিত করার জন্যও নির্দেশ দিলেন। যখন হাঁড়গুলো একত্রিত করা হল, সরওয়ারে কায়েনাত, শাহিনশাহে মওজুদাত صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজ পবিত্র হাত হাঁড়গুলোর উপর রেখে কিছু পাঠ করলেন। পাঠ করার সাথে সাথে হাঁড়গুলো নড়ে উঠল এবং দেখতে দেখতে পূর্ণ বকরীতে রূপান্তরিত হয়ে কান ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। অতঃপর সরকারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন, হে যাবির رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُ! তোমার বকরী নিয়ে যাও। আমি যখন বকরীটি নিয়ে ঘরে পৌঁছলাম। আমার স্ত্রী আমাকে জিজ্ঞাসা করল, এ বকরী কোত্থেকে আনলেন? আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! এটা সে বকরীই যা তুমি যবাই করে দিয়েছিলে। আমাদের প্রিয় আকা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দোয়ার বরকতে আল্লাহ তায়ালা তা আমাদের জন্য পুনরায় জীবিত করে দিয়েছেন। (আল খাসায়িসুল কুবরা, খন্ড-২য়, পৃ-১১২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব। (কানযুল উম্মাল)

“ইক দিল হামারা কিয়া হে আযার উছকা কিতনা,
তুমনে তো চলতে ফিরতে মুরদে জিলা দিয়ে হে।”

(১২) মৃত মাদানী (মুন্না) শিশু জীবিত হয়ে গেল

প্রখ্যাত আশিকে রাসূল হযরত আল্লামা আবদুর রহমান জামি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন, রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মেহমানদারী করার জন্য হযরত সায়্যিদুনা যাবির رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ তার দু’ মাদানী শিশু (ছেলের) সামনে একটি ছাগল জবাই করেছিলেন। কাজ শেষ করে তিনি যখন চলে গেলেন, তার ছোট্ট ছোট্ট দু’ মাদানী শিশুপুত্র ছুরি নিয়ে ঘরের ছাদের উপর উঠল। বড় ভাই ছোট ভাইকে বলল, চল, আব্বু যেরূপ বকরীটাকে যবাই করেছে আমিও তোমাকে সেরূপ যবাই করি। অতঃপর বড় ভাই ছোট ভাইকে হাত পা বেঁধে ছাদের উপর ফেলে তার গলায় ছুরি চালিয়ে দিল এবং শরীর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে তা হাতের উপর নিয়ে নিল। যখন এ মর্মান্তিক দৃশ্য তাদের আম্মাজানের চোখে পড়ল তিনি তার দিকে দৌঁড়ে গেলেন। সে ভয়ে পালাতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে সেও মারা গেল। মায়ের চোখের সামনে ছোট্ট ছোট্ট দু শিশু পুত্রের মর্মান্তিক মৃত্যুর পরও সে ধৈর্যশীলা মা কোনরূপ কান্নাকাটি কিংবা হা হুতাশ করলেন না। তাঁর কান্নাকাটি কিংবা হা হুতাশ দেখলে হয়ত মহান অতিথি সুলতানে দো জাহান হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মনে কষ্ট আনতে পারেন। এ আশঙ্কায় তিনি ধৈর্যের চরম পরিচয় দিলেন। খুব শান্তভাবে তিনি তার আদরের

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা। (আবু ইয়ালা)

শিশু পুত্র দু'টির মরদেহ ঘরে নিয়ে এসে কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখলেন। কাউকে তিনি এ ঘটনা জানতে দিলেন না এমন কি নিজ স্বামী হযরত সায়্যিদুনা যাবির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কেও। মন তাঁর যদিও পুত্র শোকে রক্তাশ্রু বিসর্জন করছিল তবুও তিনি তাঁর চেহারাতে ফুটে উঠতে দেননি। একান্ত শান্তভাবে এবং সম্পূর্ণ হাসিমুখে তিনি মহান অতিথির জন্য রান্না সহ সবকিছু সম্পাদন করেছিলেন। মাদিনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা যাবিরের ঘরে তাশরীফ আনলেন এবং রাসূল صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সম্মুখে খাবার রাখা হল। এমন সময় জিব্রাঈল عَلَیْہِ السَّلَام এসে উপস্থিত হলেন। তিনি রাসূল صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনার পরওয়ারদিগার আপনাকে বলেছেন যাবিরকে বলার জন্য, তিনি যেন তার শিশু পুত্র দুটি আপনার সামনে নিয়ে আসেন, যাতে তারাও আপনার সাথে আহার করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। মাদীনার তাজেদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা যাবির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ! কে বললেন, হে যাবির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ! গিয়ে তোমার শিশু পুত্র দুটিকে নিয়ে আস। যাবির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাড়াতাড়ি স্ত্রীর নিকট গিয়ে স্ত্রীকে বললেন, ছেলেরা কোথায়? রাসূল صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাদের ডাকছেন। স্ত্রী বললেন, রাসূল صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে গিয়ে বলুন,

তারা এখন ঘরে নেই। হযরত সায়্যিদুনা যাবির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এসে রাসূল صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার ছেলেরা তো এখন ঘরে নেই। সরকারে নামদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, আল্লাহর আদেশ তাদেরকে তাড়াতাড়ি ডেকে নিয়ে আস। হযরত সায়্যিদুনা যাবির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ পুনরায় স্ত্রীর নিকট গিয়ে তাঁর শিশুপুত্র দুটিকে ডেকে আনার জন্য বললেন, স্ত্রী তখন আর চোখের পানি ধরে রাখতে পারলেন না। তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং যাবির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে বললেন, 'হে যাবির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ! এ মুহূর্তে তাদের হাজির করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যাবির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন, ব্যাপার কি? তুমি কাঁদছ কেন? স্ত্রী তাঁকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন এবং কাপড় উল্টিয়ে তার ফুটফুটে মাদানী শিশু দুটির লাশ দেখালেন। লাশ দেখে তিনিও কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। কেননা তিনি তাদের মৃতর কথা আগে জানতেন না। হযরত সায়্যিদুনা যাবির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর আদরের শিশুপুত্রদ্বয়ের লাশ দুটি এনে হুজুর পাক صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কদম মোবারকে রাখলেন। তখন তার ঘর থেকে কান্নার প্রচন্ড আওয়াজ আসছিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জিবরাঈল আমিনকে পাঠিয়ে বললেন, যাও, আমার মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে গিয়ে বল, যাবিরের মৃত শিশুপুত্র দুটির জন্য আমার দরবারে দোয়া করতে, যাতে আমি তাদের জীবিত করে দিই। হুজুরে

আকরাম, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন, সাথে সাথে আল্লাহর হুকুমে যাবিরের মৃত শিশু পুত্র দুটি জীবিত হয়ে গেল। (শাওয়াহেদুন নবুওয়াত, পৃ-১০৫, মাকতাবাতুল হাকিকাহ, তুর্কী মাদারিজুন নবুওয়াত, খন্ড-১ম, পৃ-১৯৯)

তাঁদের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁদের উছিলায় আমাদের ক্ষমা হোক। আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

"কলবে মুরদা কো মেরে আব তু জিলাদো আকা,
জামে উলফত কা মুঝে আপনি পিলা দো আকা।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! আমাদের প্রিয় আকা, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কী অপূর্ব মুজিযা! কী অসাধারণ অলৌকিক শক্তি! অল্প খাবারে পরিতুষ্ট করলেন, অনেক লোককে, তারপরও তাতে কোনরকমের ঘাটতি দেখা গেল না। আবার উচ্ছিষ্ট হাড়গুলোর ওপর দোয়া পড়ে তাকেও রক্ত মাংস, অস্থি-চর্মে পরিপূর্ণ একটি জীবন্ত বকরীতে রূপান্তরিত করে দেখালেন। শুধু বকরী নয়, যাবিরের মৃত দু মাদানী শিশু পুত্রকেও আল্লাহর হুকুমে জীবিত করে দেখালেন তিনি জগৎবাসীকে।

"মুরদো কো জিলাতে হে, রুতো কো হাসাতে হে,
আলাম মিটাতে হে, বিগড়ি কো বানাতে হে।
সরকার খিলাতে হে, সরকার পিলাতে হে,
সুলতান অ গদা, সবকো সরকার নিব্‌হাতে হে।"

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুরূদ শরীফ লিখে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে। (তাবারানী)

বেয়াদবকে জমিন গ্রহণ করেনি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শানে রিসালাতে বেয়াদবীকারী এক দুর্বৃত্তের করুন পরিণতির একটি ঘটনা এবং চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহ তায়ালা নিজ মাহবুবের দুশমনদের প্রতি কিরূপ প্রতিশোধ পরায়ন। হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক খ্রীষ্টান মুসলমান হয়ে সূরা বাকারা ও সূরা আল ইমরান মুখস্থ করেছিল। সে হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অন্যতম কাতেব নিযুক্ত হল। কিছু দিন পর সে আবার মুরতাদ হয়ে খ্রীষ্টান ধর্মে ফিরে গেল। খ্রীষ্টান ধর্মে ফিরে যাওয়ার পর সে গলাবাজি করে বেড়াতে লাগল **مَا يَدْرِىْ مُحَمَّدٌ اِلَّا مَا كَتَبْتُ لَهٗ** অর্থাৎ আমি মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে যা লিখে দিতাম তিনি শুধু তাই জানতেন। বেশি দিন গড়ায় নি। আল্লাহ তায়ালা তার প্রান কেড়ে নিলেন এবং অস্বাভাবিক ভাবে তাকে মৃত্যু দান করলেন।

তার গোত্রের লোকেরা একটি কবর খনন করে তাকে তাতে সমাহিত করল। কিন্তু রাতে জমিন তাকে কবর থেকে বাইরে নিক্ষেপ করে দিল। তার গোত্রের লোকেরা বলল, এটা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং তাঁর অনুসারীদেরই কাজ। কেননা সে তাদের ধর্ম ত্যাগ করে চলে এসেছিল। তাই তারা আমাদের সঙ্গীকে কবর থেকে বের করে ফেলেছে। অতঃপর তারা আরেকটি কবর খনন করে তাতে তাকে পুনরায় সমাহিত করল। কিন্তু সকালে তাকে আবারো কবরের

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন। (তাবারানী)

বাইরে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা গেল। এবারও তারা বলাবলি করল, এটা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও তাঁর অনুসারীদেরই কাজ। কেননা সে তাদের ধর্ম ত্যাগ করে চলে এসেছিল। তাই তারা তার কবর খনন করে তাকে বাইরে ফেলে দিয়েছে। তৃতীয় দিন তারা তার জন্য যত গভীরে খনন করা যায় তত গভীরে একটি কবর খনন করে তাতে তাকে সমাহিত করল। কিন্তু সকালে তাকে আবারো জমিনের ওপর পড়ে থাকা অবস্থায় পাওয়া গেল। এবার তারা নিশ্চিত হল, তার সাথে এ আচরণ মানুষের পক্ষ থেকে নয়। অতঃপর তাকে তারা আর সমাহিত না করে মাটিতে পড়ে থাকা অবস্থায় ফেলে রেখে চলে আসল। (সহীহ বুখারী, খন্ড-২য়, পৃ-৫০৬, হাদীস নং-৩৬১৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, সহীহ মুসলিম, পৃ-১৪৯৭, হাদীস নং-২৭৮১, দারে ইবনে হযম, বৈরুত)

“না ওঠ ছেকেগা কিয়ামত তলক খোদা কি কসম
কে জিচকো তুনে নজর ছে গিরাকে ছুড দিয়া।”

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ علىٰ محمَّد

রাসূল ﷺ এর ইলম নিয়ে সমালোচনা করা ধ্বংসের কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! সে হতভাগা সমগ্র বিশ্বপ্রতিপালকের সর্বশ্রেষ্ট সৃষ্টির সাহচর্য লাভ করার পরও তার গুরুত্ব দেয়নি। বরং তার দুর্ভাগ্য ও স্বেচ্ছাচারিতার কারণে মুরতাদ হয়ে তার

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দুরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে। (তাবারানী)

দয়াবান মেহেরবান আকা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ইলম নিয়ে সমালোচনায় মেতে উঠেছে। পরিনামে সে এমনভাবে ধ্বংসের অতল গভীরে নিক্ষিপ্ত হল, আল্লাহর জমিনও তাকে গ্রহণ করেনি।

তার ঘটনা থেকে এটাও জানা গেল, আল্লাহর মাহবুব, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মোবারক জ্ঞান নিয়ে সমালোচনায় মেতে উঠা উভয় জাহানে ধ্বংস ডেকে আনে। মুমিনরা শানে রিসালাত ও রাসূল صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জ্ঞান নিয়ে কখনো সমালোচনায় মেতে উঠে না। বরং তা মুনাফিকদেরই কাজ। কেউ সত্যই বলেছেন,

اَلنِّفَاقُ یُوۡرِثُ الۡاِعۡتِرَاض

অর্থাৎ মুনাফেকি নিন্দা সমালোচনারই জন্ম দেয়।

"করে মোস্তফা কি ইহানতে খোলে বন্দো ইছ পে ইয়ে জুরয়াতে
কে মে কিয়া নিহি হো মুহাম্মাদি! আরে হা নিহি! আরে হা নিহি!"

صَلُّوا عَلَی الۡحَبِیۡب ! صَلَّی اللّٰهُ تعالٰی علٰی محمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের সমাপ্তির আগে সুন্নাতের ফযীলত এবং কয়েকটি সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করার চেষ্টা করছি। মাদীনার তাজেদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে আমাকে

ভালবাসল, আর যে আমাকে ভালবাসল সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে। (মিশকাতুল মাসাবিহ, খন্ড-১ম, পৃ-৫৫, হাদীস নং-১৭৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

"সিনা তেরি সুন্নাত কা মদিনা বনে আকা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।"

মুসাফাহা করার চৌদ্দটি মাদানী ফুল

(১) দু'জন মুসলমান পরস্পর সাক্ষাতের সময় সালাম করে উভয় হাত দ্বারা মুসাফাহা তথা (করমর্দন) করা সুন্নাত।

(২) বিদায় নেয়ার সময়ও সালাম করে পরস্পর (মুসাফাহা) করমর্দন করতে পারবেন।

(৩) রাসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, যখন দুজন মুসলমান সাক্ষাতের সময় পরস্পর মুসাফাহা করে এবং কুশল বিনিময় করে, আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য একশটি রহমত নাযিল করেন, তন্মধ্যে নব্বইটি রহমত ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সাক্ষাতকারী এবং আন্ত রিকতাপূর্ণ কুশল জিজ্ঞাসাকারীর জন্য বরাদ্দ করেন। (আল মুজামুল আওসাত লিত্ তাবারানী, খন্ড-৫ম, পৃ-৩৮০, হাদীস নং-৭৬৭২)

(৪) যখন দুজন বন্ধু পরস্পর মিলিত হয়ে মুসাফাহা করে এবং রাসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে তারা পৃথক হওয়ার আগেই তাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে

দেয়া হয়। (শূয়াবুল ঈমান, লিল বায়হাকি, হাদীস নং-৮৯৪৪, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃ-৪৭১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

(৫) মুসাফাহার সময় দুরূদ শরীফ পাঠ করে সম্ভবপর হলে এ দোয়াটিও পড়ে নেবেন। يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ (অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের এবং তোমাদের ক্ষমা করুন।)

(৬) দু'জন মুসলমান মুসাফাহার সময় আল্লাহর দরবারে যে দোয়াই করবেন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তা কবুল হয়ে যাবে এবং হাত পৃথক করার আগেই উভয়ের গুনাহও اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ক্ষমা হয়ে যাবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, খন্ড-৪র্থ, পৃ-২৮৬, হাদীস নং-১২৪৫৪, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(৭) পরস্পর মুসাফাহা করলে শত্রুতা দূরীভূত হয়।

(৮) রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করছেন, যে মুসলমান তার মুসলিম ভাইয়ের সাথে মুসাফাহা করে এবং কারো অন্তরে অপরের প্রতি কোনরূপ হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা না থাকে, তাদের হাত পৃথক করার আগেই আল্লাহ তায়ালা তারা উভয়ের পূর্ববর্তী গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেন। আর যে মুসলমান তার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখে এবং কারো অন্তরে অপরের প্রতি কোনরূপ হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা না থাকে, তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়ার আগেই তারা উভয়ের পূর্ববর্তী গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (কানযুল উম্মাল, খন্ড-৯ম, পৃ-৫৭)

(৯) যতবার সাক্ষাৎ হবে ততবার (মুসাফাহা) করমর্দন করা যাবে।

(১০) পরস্পর এক হাতে মুসাফাহা করা সুন্নাত নয়, বরং উভয় হাতেই মুসাফাহা করা সুন্নাত।

(১১) অনেক লোক কেবলমাত্র পরস্পর আঙ্গুল মর্দন করে, তাও সুন্নাত নয়।

(১২) করমর্দনের পর নিজের হাতে নিজে চুমু দেয়া মাকরূহ। যে সমস্ত ইসলামী ভাইয়ের মধ্যে মুসাফাহার পর নিজের হাতে নিজে চুমু দেয়ার অভ্যাস রয়েছে, তারা তাদের সে অভ্যাস পরিহার করবেন। (বাহারে শরীয়াত, অংশ-১৬শ, পৃ-১১৫)

(১৩) সুদর্শন বালকের সাথে করমর্দন করলে যদি যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তাহলে তার সাথে (মুসাফাহা) করমর্দন করা জায়েজ নেই। বরং তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেও যদি কামোত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তাহলে দৃষ্টিপাত করাও গুনাহ। (দুররে মুখতার, খন্ড-২য়, পৃ-৯৮, দারুল মারেফাত, বৈরুত)

(১৪) হাতে রুমাল ইত্যাদি নিয়ে মুসাফাহা করা সুন্নাত নয়, বরং খালি হাতে তালুর সাথে তালু মিলিয়ে মোসাফাহা করা সুন্নাত। (বাহারে শরীয়াত, অংশ-১৬শ, পৃ-৯৮)

বিভিন্ন রকমের অসংখ্য সুন্নাত শেখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত বাহারে শরীয়াত ১৬তম অংশ এবং ১২০ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট সুন্নাত ও আদব নামক কিতাব দুটি সংগ্রহ করে পাঠ

করুন। সুন্নাতের তরবিয়্যাতের একটি অনন্য মাধ্যম দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলা সমূহতে আশিকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফরকেও নিজ জীবনে অপরিহার্য করে নিন।

রাসূল ﷺ এর দিদার লাভ

কুরআন ও সুন্নাত প্রচারে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর তিনদিন ব্যাপী সুন্নাতে ভরা আন্তর্জাতিক ইজতিমার শেষের দিনে আশেকানে রাসূলদের অসংখ্যা মাদানী কাফিলা সুন্নাতের তরবিয়্যাতের জন্য শহর থেকে শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামে সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৪২৬ হিজরীর আন্তর্জাতিক ইজতিমা হতে আগ্রা তাজ কলোনির (বাবুল মদিনা করাচী) একটি মাদানী কাফিলা নিয়ম মোতাবেক সফর করে একটি মসজিদে গিয়ে অবস্থান নেয়। রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, মাদানী কাফিলাতে অংশগ্রহণকারী জনৈক নবাগত ইসলামী ভাইয়ের ভাগ্যের দুয়ার খুলে যায়। স্বপ্নে সে তাজদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিদার লাভ করে। এতে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। দা'ওয়াতে ইসলামীর যথার্থতাকে মনে প্রাণে মেনে নিয়ে সে মাদানী মহলের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে।

"কুয়ি আয়া পাকে চলা গিয়া, কুয়ি ওমর ভর ভি না পা ছাকা,
ইয়ে বড়ে করম কে হে, ফয়সলে ইয়ে বড়ে নসিব কি বাত হে।"

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা। (আবু ইয়ালা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! দা'ওয়াতে ইসলামীর আশেকানে রাসূলদের সাহচর্যের বরকতে ভাগ্যবান এক ইসলামী ভাই তাজদারে মাদীনা হযরত **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিদার লাভে কিভাবে ধন্য হলেন। দা'ওয়াতে ইসলামীর আশেকানে রাসূলদের সাহচর্যের কি অপূর্ব বরকত। তাদের সাহচর্যের বরকতের আরো একটি মাদানী বাহার শুনুন এবং আনন্দিত হোন।

বিদেশী ফ্লিমের প্রতি আমি বেশি অনুরক্ত ছিলাম

এক সৈনিক ইসলামী ভাই চিঠির মাধ্যমে জানান, আমি গুনাহের সাগরে নিমজ্জিত ছিলাম। আমার নিকট ছিল অসংখ্য বিদেশী গানের ক্যাসেট। তন্মধ্যে কিছু কিছু ক্যাসেট ছিল আল্লাহর পানাহ! কুফরি গানে ভরপুর। বিদেশী ফ্লিম দেখা ছিল আমার প্রিয় শখ। ফিল্মি গান শোনা, রঙ্গরসিকতা করা, তাসখেলা ছিল আমার দৈনিক কাজ। আমি ছিলাম সীমাহীন বেপরোয়া এক দূর্দান্ত যুবক এবং পিতামাতার অবাধ্য সন্তান। মোটকথা এমন কোন পাপ নেই, যাতে আমি পা রাখিনি। জীবনের এরকম লাগামহীনতার মধ্যে আমি সেনাবাহিনীতে চাকুরি নিই। রাওয়াল পিন্ডি থেকে কোয়েটাতে আমাকে বদলী করা হয়। গোটাপথ রেলে যাত্রীদের কষ্ট দিয়ে আমি কোয়েটা পৌঁছি। সেখানে পৌঁছার পর দা'ওয়াতে ইসলামীর একজন পাগড়ীধারী ইসলামী ভাইয়ের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। সে ইসলামী ভাই ছিলেন গোলজারে তাইয়্যেবার (সরগোদা) অধিবাসী। তিনি আমার উপর ইনফিরাদী কৌশিশ করে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি। (তারগীব তারহীব)

আমাকে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে নিয়ে যান। তাঁর উত্তম চরিত্র এবং মিষ্ট মিষ্ট কথায় মুগ্ধ হয়ে আমি আমার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ থেকে তওবা করে নিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! বর্তমানে আমি দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মহলের সাথে পুরাপুরি সম্পৃক্ত। ৩০ দিনের মাদানী কাফিলা সমূহতে আশেকানে রাসূলদের সাথে সফর করার সৌভাগ্যও আমি অর্জন করি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! বর্তমানে আমি একটি এলাকায়ী মুশাওয়ারাতের নিগরানের দায়িত্ব পালন করছি এবং এলাকাতে নামায ও সুন্নাতের সাড়া জাগাচ্ছি।

পূন্যবানদের ভালবাসা কখন সাওয়াবের কাজ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! আশেকানে রাসূলদের সাহচর্য এবং পূন্যবানদের প্রতি ভালবাসা একজন দুর্বৃত্তকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে গেল। আপনারাও সর্বদা সৎ সঙ্গ এবং পূন্যাত্মাদের ভালবাসার মনোভাব গড়ে তুলুন। যারা মাদানী কাফিলা সমূহতে সফর করে তারা উপরোক্ত দুটি নিয়ামত অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ পায়। সৎ লোকদের ভালবাসলে সাওয়াব পাওয়া যায়। তবে সে ভালবাসা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য হতে হবে। পার্থিব বা ব্যবসায়িক ফায়দা লাভ, কিংবা কারো উত্তম চালচলন, চিত্তাকর্ষক কথাবার্তা, মনোহারী রূপ মাধুরী, অঢেল ঐশ্বর্যে, মোহিত হয়ে কাউকে ভালবাসলে সে ভালবাসা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য হবে না। এমন কি রক্ত সম্পর্কের কারণে পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি কিংবা ঘনিষ্ঠ

আত্মীয়-স্বজনকে ভালবাসলেও তাতে কোন সাওয়াব পাওয়া যাবে না। যদি তা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে না হয়।

প্রখ্যাত মুফাসসির, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ভালবাসার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, কোন মানুষকে কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ভালবাসতে হবে। সে ভালবাসা দুনিয়াবী ফায়দা ভোগ এবং রিয়ার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে হবে। পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন এবং মুসলমানদের প্রতি ভালবাসা এ পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত হবে, যদি তা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হয়। আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰی, আম্বিয়া কিরাম عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام দের প্রতি ভালবাসা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনার্থে ভালবাসার সর্বোচ্চ স্তর। আল্লাহ তায়ালা তা সকলকে দান করুন। (মিরাত, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃ-৫৮৪)

আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনার্থে ভালবাসার আটটি ফযীলত

(১) কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করবেন, সে লোকেরা কোথায়? যারা আমার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের খাতিরে একে অপরকে ভালবাসত। আজ আমি তাদেরকে আমার আরশের ছায়াতলে জায়গা দেব। আজ আমার আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া নেই। (সহীহ মুসলিম, পৃ-১৩৮৮, হাদীস নং-২৫৬৬)

(২) আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, যারা আমার সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালবাসে, আমার উদ্দেশ্যে সভা-সমাবেশে

উপস্থিত হয়ে আমার গুনগান করে, আমার উদ্দেশ্যে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করে এবং আমারই ভালবাসা অর্জনের জন্য নিজেদের ধন সম্পদ পরস্পরের মধ্যে খরচ করে, তাদেরকে ভালবাসা আমার জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়। (আল মুয়াত্তা, খন্ড-২য়, পৃ-৪৩৯, হাদীস নং-১৮২৮)

(৩) আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, আমার মহত্ত্ব ও সম্মানের খাতিরে যারা পরস্পর মহব্বত করে, তাদের জন্য পরকালে বিরাট বিরাট নুরের মিনার হবে, যা দেখে নবী ও শহীদগনও ঈর্ষা করবেন এবং আকাংখী হবেন। (তিরমিযী, খন্ড-৪র্থ, পৃ-১৭৪, হাদীস নং-২৩৯৭)

(৪) যদি দুজন ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য একে অপরকে ভালবাসে, তন্মধ্যে একজন বাস করে পূর্বে এবং অপরজন বাস করে পশ্চিমে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা উভয়কে একত্রিত করে বলবেন, এই সে ব্যক্তি যাকে তুমি আমার জন্য ভালবাসতে। (শুয়াবুল ঈমান, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃ-৪৯২, হাদীস নং-৯০২২)

(৫) নিশ্চয় জান্নাতে ইয়াকুতের স্তম্ভ সমূহ রয়েছে। যার উপর নির্মিত সুরম্য অট্টালিকা রয়েছে। ঐ অট্টালিকার দরজা সমূহ সব সময় খোলা থাকে। তা এমন উজ্জল ও চক চক করছে যেরূপ উজ্জ্বল তারকা চকচক করে। সাহাবা কিরামগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তাতে কারা বাস করবে? তিনি ইরশাদ করলেন, সেসব লোক, যারা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালবাসে, একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরস্পর বসে আল্লাহকে স্মরণ

করে এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করে। (শুয়াবুল ঈমান, খন্ড-৬, পৃ-৪৮৭, হাদীস নং-৯০২২)

(৬) আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনার্থে বন্ধুত্ব স্থাপনকারীগণ আরশের চারপাশে ইয়াকুতের চেয়ারে বসা থাকবে। (আল মুজামুল কবির, খন্ড-৪র্থ, পৃ-১৫০, হাদীস নং-৩৯৭৩)

(৭) যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই কাউকে ভালবাসে বা আল্লাহর জন্য কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে দান খয়রাত করে কিংবা আল্লাহর উদ্দেশ্যেই দেয়া থেকে বিরত থাকে, সে ব্যক্তি অবশ্যই তার ঈমানকে পূর্ণ করে নিল। (আবু দাউদ, খন্ড-৪র্থ, পৃ-২৯০, হাদীস নং-৪৬৮১)

(৮) দুজন ব্যক্তি যখন একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালবাসে, তাদের মধ্যে সম্পর্ক তখনই ছিন্ন হয়, যখন তাদের একজন কোন গুনাহে লিপ্ত হয়। (আল আদাবুল মুফরাদ, পৃ-১২১, হাদীস নং-৪০৬)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দুজনের মাঝে যে ভালবাসা গড়ে উঠে তার পরিচয় হচ্ছে এই যে, যদি তাদের একজন কোন গুনাহে লিপ্ত হয়, তখন অপরজন তার কাছ থেকে সরে পড়ে। (বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত বাহারে শরীয়াত ১৬ অংশ, পৃ-২১৭-২২২ পাঠ করুন)

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ফয়যানে মাদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় ইশার নামাযের পর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সারা রাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রসূলদের সাথে মাদানী কাফিলা সমূহে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মাদীনার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরণ এর মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ
নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফিলাতে সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মাদীনা ঃ-

ফয়যানে মাদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল নং-০১৯২০০৭৮৫১৭

কে.এম ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল নং - ০১৮১৩৬৭১৫৭২

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল নং - ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail : bdtarajim@gmail.com, maktaba@dawateislami.net
Web : www.dawateislami.net